সংবাদ

তারিখ ... 2-9-... 2007 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম .....

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন আর হচ্ছে না

প্রাথমিক উন্নয়ন কর্মসূচির (পিইডিপি-২) মেয়াদের অর্ধেকের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও মূল লক্ষ্যমাত্রা থেকে অনেক পিছিয়ে আছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে খবর প্রকাশ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এ কর্মসূচির সময়সীমা ২০০৮ সাল পর্যন্ত নির্ধারণ করা হলেও পরে তা ২০০৯ সাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়। সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০৩ সালে ১১টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় ৪ হাজার ৯৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে সরকার ৬ বছর মেয়াদি দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-২) গ্রহণ করে। এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য, সাংগঠনিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি, বিদ্যালয় ও শ্রেণীকক্ষের মানোন্নয়ন, ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং শিক্ষার মানোন্নয়নের মাধ্যমে সমতাভিত্তিক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।

কর্মসূচির মেয়াদের অর্ধেক বেশি সময় পার হয়ে গেলেও অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সময়মতো পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ছাড়া অন্য কোন বিভাগে মান তো বাড়েইনি বরং কিছু ক্ষেত্রে মানের অবনতি হয়েছে। ২০০২ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থী ঝরেপড়ার হার ছিল ৩৩ শতাংশ, বর্তমানে তা বেড়ে ৪৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অথচ শিক্ষার্থী ঝরেপড়া দেশে মানসম্মত সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার মাপকাঠি এবং প্রধান বাধা। এছাড়া প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ে অংশগ্রহণের হার ২০০৩ সালে ছিল ৯২ শতাংশ, যা ২০০৪ সালে নেমে এসেছিল ৮৩ শতাংশে এবং কমেই চলেছে। আরেক দিকে আদিবাসী শিশুদের মূলধারায় শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করার কথা থাকলেও এখনও তাদের স্কুলে আনার ক্ষেত্রে তেমন কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। পিইডিপির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী, আদিবাসী বা ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশু, অতি দরিদ্র ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিশুদের স্কুলগামী করার কথা থাকলেও তা বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিদেশী উন্নয়ন সংস্থার আর্থিক অবদান থাকলেও সরকার মোট ব্যয়ের ৩৪ শতাংশ দিচ্ছে। অনেকে মনে করেন সরকারের এ কর্মসূচি বিদেশী পরামর্শের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে আছে। এক বিশেষজ্ঞ মনে করেন বিদেশী টাকা ও পরামর্শের ওপর নির্ভরশীলতার কারণে আমাদের শিক্ষা-চেতনা ও পরিকল্পনায় দেশীয় দৃষ্টিভঙ্গির কোন ছাপ নেই। অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কবিহীন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো থেকে শিক্ষার্থী ঝরেপড়া কমানোর জন্য সরকারি পর্যায়ে নানা ধরনের কর্মসূচিও হাতে নেয়া হয়। এর প্রধান কারণ যে দারিদ্র্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ঝরেপড়া কমানোর সঙ্গে দারিদ্র্য বিমোচনের সম্পর্ক থাকলেও নানা ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে তা কমানো সম্ভব। এর জন্য বিদেশী সহায়তার তোয়াক্কা না করে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারকে আরও তৎপর হতে হবে। প্রাথমিক খাতের উন্নয়ন কর্মসূচিতে অপচয় ও অদক্ষতার ফলে যাদের জন্য এ কর্মসূচি তাদের কাছে পৌঁছা সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা অধিদপ্তরে এ কাজে দুর্নীতি ও অদক্ষতা বিশেষভাবে দায়ী বলে মনে করা হয়। তাছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিভিন্ন এনজিও'র অংশগ্রহণ নিয়েও নানা ধরনের প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের দায়দায়িত্ব সরকারের। এ খাতে ব্যর্থতার দায় সরকারকেই বহন করতে হবে এবং সব ধরনের দোষত্রুটি দূর করার উদ্যোগ নিতে হবে।